হযরত
শায়খ জালাল (রঃ) এর
শিষ্যগণ

শামসুল আলম / নূরুল হক

হযরত শায়খ জালাল মুজরর্দ (রঃ)-র শিষ্যগণ

শামসুল আলম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতককে উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

হযরত শায়খ জালাল মুজর্রদ (রঃ)-এর শিষ্যগণ
শামসুল আলম

ই. ফা. প্রকাশনা : ৯২২
ই. ফা. গ্রন্থাগার : ৯২২.৯১

প্রথম প্রকাশ :
মে ১৯৮২ ; বৈশাখ ১৩৮৯ ; রজব ১৪০২

প্রকাশনায় :
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

প্রচ্ছদে :
মামুন কায়সার চৌধুরী

মুদ্রণে :
আলহামদু লিল্লাহ প্রিন্টিং প্রেস
৬৫/১ বি. প্রসন্ন পোদ্দার লেন, তাঁতী বাজার, ঢাকা-১

বাঁধাইয়ে :
এল. রহমান এণ্ড কোং, ৩ নং সাবেক শরাফতগঞ্জ লেন, ঢাকা-৪

মূল্য ৪.৫০ টাকা

HAZRAT SHAIKH JALAL MUZARRAD (R.)-ER SHISHAGAN : The Followers of Hazrat Shaikh Jalal Muzarrad (R.), written by Shamsul Alam in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah. May 1982

Price : Tk 4.50 ; U. S. Dollar ; 0.50

প্রকাশকের কথা

হযরত শায়খ জালালের জীবনী ও কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী লোকের সংখ্যা এ দেশে অগণিত। কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাবে এ সম্বন্ধে অনেক পাঠককে নিরাশ হতে হয়। আলোচ্য পুস্তিকায় হযরত শায়খ জালালের জীবনী, বাণী ও কীর্তি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ পুস্তিকায় অংকিত রেখাগুলোর আলোকে ভবিষ্যতে হযরত শায়খ জালাল সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তারিত গবেষণা হবে বলেই আমরা এ পুস্তিকা প্রকাশ করলাম।

আশা করি, সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকা এতে হযরত শায়খ জালাল সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

ভূমিকা

হযরত শায়খ জালাল মুজর্রদ কুনইয়াভীর সিলেট বিজয়কে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক দিগদর্শন বলা যেতে পারে। তাঁর পূর্বে ও পরে যে সব পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক এ অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম প্রচার করে-ছিলেন, তাঁরা দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করেন নি। তাঁদের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের বাণী জনসমাজে প্রচার করা। হযরত শায়খ জালাল কিন্তু সিলেট জয় করেই ক্ষান্ত হন নি, সঙ্গে সঙ্গে সিলেটের শাসনভার তাঁর অন্যতম প্রিয় অনুসঙ্গী কান্দর গাযীর হস্তে অর্পণ করে তাতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এ আদেশের ফলে সিলেটে বহুদিন পর্যন্ত ইসলামী শাসন চালু ছিল। তবে দুঃখের বিষয়, সিলেটের পরবর্তী ফৌজদার বা শাসনকর্তাদের ইসলামী নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে তার অবসান হয়।

হযরত শায়খ জালালকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দরবেশ বলে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তবে তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক পুস্তক আজ পর্যন্ত বের হয়নি। এজন্য তাঁর আগমন ও বিজয় এখনও কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়েই রয়েছে। তার ফলে তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী দেশে প্রচলিত রয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 'গুলজার-ই-আবরার' ও 'সুহয়াল-ই-ইয়ামন' নামক দুখানা পুস্তক ফার্সী ভাষায় লিখিত হলেও সেগুলোর কলেবর অত্যন্ত ছোট থাকার জন্য তাদের মধ্যে হযরত শায়খ জালালের জীবনী ও কীর্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নয়। এ ব্যাপারে বাংলা ভাষায় যাঁরা হযরতের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মরহুম আব্দুল ওহ্হাব চৌধুরী, মরহুম মুফতী আজহার উদ্দিন ও মরহুম আবদুল মালিক চৌধুরীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

তবে এ তিনটি পুস্তিকা হযরতের জীবনীর ও কীর্তির বিশদ আলোচনা হয়নি। এতবড় বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক মহামানবের জীবনীর সবদিক নিয়ে আলোচনা করা অতো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য দীর্ঘদিনের সাধনার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মৌলভী মুহম্মদ নুরুল হক সাহেব অগ্রসর হয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের লেখার মধ্যে যে সব ফাঁক রয়েছে তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। মৌলভী নুরুল হক এ বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা এ পুস্তিকা লিখেছি। যদিও এ পুস্তিকাতে হযরত শায়খ জালালের জীবনের সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হয়নি তবু তার মধ্যে যে রেখা (Outline) টানা হয়েছে তার আলোকে ভবিষ্যতের আরও গভীর গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ পুস্তিকাকে ভিত্তি করে আগামী দিনের গবেষকগণ হযরত শায়খ জালাল সম্বন্ধে তার গবেষণাজাত ফল প্রকাশ করবেন।

মোহাম্মদ আজরফ

হযরত শায়খ জালাল মুজররদ (রঃ)-এর শিষ্যগণ

আত্মসংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফলে সূফী-সাধকগণ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। তদুপরি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানব তথা সর্বজীবের প্রতি তাদের মায়া-মমতা, দরদ-ভালবাসা সাধারণ মানুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বশালী, অনুপম চরিত্রের অধিকারী দরদ প্রবণ প্রাণের নিকট সংসারে অনাসক্ত ধর্ম প্রবণ লোকজন অনাহূত ভাবেই ভীড় জমায়। তাদের অনেকেই নিজের বাড়ীঘর, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে মহান সাধকের সান্নিধ্য থেকে আল্লাহর আরাধনায় রত থাকার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান।

হযরত শায়খ জালাল যখন মাতৃভূমি হতে সুদূরের পথে রওয়ানা হন, তখন বেশ কিছু সংখ্যক লোক আজন্মের মত মাতৃভূমির মায়া কাটিয়ে সত্যের সন্ধানে ও সত্য প্রচারে শায়খ জালালের অনুগামী হয়েছিলেন। তাদের সংখ্যা যে কত ছিল তা সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেকের মতে হাজী দরিয়া, হাজী খলিল, হাজী ইউসুফ এবং শাহজাদা আলী আরব-দেশ হইতেই শায়খ জালালের সঙ্গে আসেন। এগারজন তাঁর নিত্য-সহচর ছিলেন। মিসরের বাইরে তাঁরা গমন করেন নি। শায়খ জালাল যে টিলায় আস্তানা স্থাপন করেন, সে টিলারই এবং শায়খ জালালের মাযারের কয়েক গজের মধ্যেই তাঁরা সমাহিত হয়েছেন।

গুলজার-ই-আবরার-এর বর্ণনা অনুযায়ী শায়খ জালাল ৭০০ শত অনুসংগীসহ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদের সবাই যে মাতৃভূমি হতে শায়খ জালালের অনুসঙ্গী হয়েছিল তা না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। পথ চলতে চলতে বিভিন্ন স্থানে শায়খ জালাল অবস্থান করেন। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব এবং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে অনেকেই পথে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। শায়খ যাকারিয়া এবং শায়খ দাউদ আরবদেশ

হতে, শায়খ নিযামউদ্দিন বাগদাদ হতে, শায়খ কাসিমাদ রুম হতে, সৈয়দ সমরকন্দী সমরকন্দ হতে, শায়খ নিযামউদ্দীন কিনান হতে, শায়খ জালালের অনুসঙ্গী হন। শায়খ গাবরু আফগানিস্তানে, মাখদুম জাফর সাইয়েদ মুহম্মদ গজনীতে শায়খ জালালের সঙ্গে যোগ দেন। মুলতান হতে শায়খ আরিফ, গুজরাট হতে শায়খ জুনায়েদ, আযমীর হতে মুহম্মদ শরীফ, নারনুস হতে হেলিমুদ্দীন, দাক্ষিণাত্য হতে সাইয়েদ কাসিম শায়খ জালালের কাফেলায় শামিল হন। দিল্লী হতে প্রস্থানের পর শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ, দওলত মুনির, হুসামুদ্দীন, মুজাফফর বিহারী এবং আরো অনেকে শায়খ জালালের সঙ্গে যোগ দেন।

যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন স্থান হতে এসে শায়খ জালালের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাদের সকলেই সিলেট এসে পৌছেন নি।

পথিমধ্যে যেখানে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের তীব্রতা লক্ষ্য করেছেন, অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং কুসংস্কারে আদম সন্তানদের নিমজ্জিত দেখেছেন আর মানবতার কল্যাণ এবং সত্য প্রচারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানেই তিনি তাঁর এক বা একাধিক শিষ্যকে যালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মযলুমের কল্যাণ সাধনে আপন খলীফা হিসাবে নিয়োজিত করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। গুলজার-ই-আবরার-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে, শায়খ জালাল যখন সিলেটে পেঁ ৗছেন তখন তাঁর সূফী-সাধকের সংখ্যা ছিল ৩১৩। মুন্‌শী নাসির উদ্দিন হায়দার সোহেল-ই-ইমনে ২২৫ জন সূফী-সাধকের নাম উল্লেখ করেছেন।

সিলেট জেলায় জনশ্রুতি আছে যে, শায়খ জালাল ৩৬০ জন আউলিয়া নিয়ে সিলেটে আগমন করেন। এই ৩৬০জনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি জানা যায় না। সূফী-সাধকদের কাফেলায় যাঁরা আছেন তাদের সকলেই যে আউলিয়া-দরবেশ হবেন তেমন কোন কথা নেই। অনেক অনুতপ্ত, পাপদগ্ধ ব্যক্তিও গত জীবনের কৃতপাপ মার্জনার আশায় কামিল দরবেশদের সান্নিধ্যে থাকেন। পারলৌকিক মুক্তির আশায় সূফী-সাধকের

খানিকটা সেবা-যত্ন করার সুযোগের অপেক্ষায় ও অনেকে স্বেচ্ছায় তাঁদের আস্তানায় পড়ে থাকেন। তাতে মর্যাদা আছে—খাবার-দাবারও বিনা-পরিশ্রমে পাওয়া যায়। এ জাতীয় সব লোক নিয়ে হয়তো শায়খ জালালের কাফেলায় মোট লোকসংখ্যা ৩৬০ হওয়া অসম্ভব নয়।

বছর কয়েক আগে সিলেটের অজ্ঞাত ৩৬০ আউলিয়ার মাযারের সন্ধানে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে জেলা কাউন্সিলের আর্থিক সাহায্যে জনৈক অভিজ্ঞ এবং অতি উৎসাহী ব্যক্তি (শোনা যায়) এমন সব কবরের উপরেও 'শায়খ জালালের অনুসঙ্গী আউলিয়ার অন্যতম' বলে স্তম্ভ স্থাপন করেছেন। যেগুলোর বয়স ৫০ বৎসরের অধিক নয়, এ সমস্ত স্তম্ভ বর্তমানের বয়ঃবৃদ্ধদের হাসির উদ্রেক ঘটালেও তাদের অন্তর্ধানের পর এগুলো দরগায় পরিণত হয়ে যাবে।

হযরত শায়খ জালাল অনুসৃত সূফী তরীকা সম্বন্ধেও দ্বিমত রয়েছে। সোহেল-ই-ইমনের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শায়খ জালাল সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার সূফী ছিলেন। কিন্তু গুলজার-ই-আবরার-এর বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন নকশবন্দীয়া তরীকার সূফী-সাধক। সোহেল-ই-ইমন এবং গুলজার-ই-আবরারএর মধ্যে দ্বিতীয়টির বর্ণনা অধিকতর ইসিহাস-নির্ভর এবং প্রাচীনতর। তা ছাড়া ঐ সময় সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকা রুমিয়া ও তুর্কিস্থানে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

শত শত আউলিয়া-দরবেশের আগমন সত্ত্বেও শায়খ জালালের শিষ্যদের মধ্যে বা তাঁদের বংশধরদের মধ্যে পীর-মুরিদী প্রথা প্রবর্তিত হয় নি। আউলিয়াদের উত্তর পুরুষগণ পীর হিসাবে নিন্দিত হয় না—তাদের সম্মানের উৎসই হলো আউলিয়াদের মাযারের খেদমত, তাদের মহান দরগায় খাদিম হিসাবে—পীর হিসাবে নয়।

যতকাল সিপাহ্সালার নাসিরুদ্দিনের বংশধরগণ শায়খ জালালের মাযারের খাদিম পদে অভিষিক্ত ছিলেন, ততকাল তাঁরা শ্রেষ্ঠ খান্দানের আসনে সমাসীন ছিলেন, কিন্তু খাদিমের সম্মানজনক পদ হতে অপসারণের পর

বুরহানুদ্দিন কাওয়াল ও হাজী ইউসুফের বংশধরগণই খাদিম হিসাবে সে মর্যাদা ভোগ করেছেন।

শাহজালালের শিষ্যগণের অনেকেই পল্লীঅঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে দার-পরিগ্রহ করে সংসার জীবন অবলম্বন করেন। তাদের বংশধরদের কেহ কেহ ধর্মকর্ম ও জ্ঞানচর্চা প্রচারে অধিকতর অনুসারী হলেন। আবার কেহ কেহ নিছক সাংসারিক জীবন-যাপনে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তারা জমি ক্রয় করেন ভালো ঘরবাড়ী করেন, অর্থ রোযগারে এবং স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন-যাপনে উৎসাহী হয়ে উঠেন। যাঁরা প্রচার এবং তবলিগের কাজ পরিত্যাগ করে সমাজের অপর দশজনের ন্যায় সংসার জীবন-যাপন করতে লাগলেন তারা সাধারণত সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হলেন এবং যাঁরা ধর্মকর্ম এবং শিক্ষা বিস্তারকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁরা ধর্মীয় সাধক হিসাবে খ্যাত হন।

শায়খ জালালের শিষ্যগণ এবং তাদের বংশধরগণ এদেশকেই স্বদেশ হিসাবে গ্রহণ করেন। মাতৃভূমির মায়ায় তারা পিতৃভূমির স্মৃতি ভুলে যান। এ দেশের ভালমন্দ, উন্নতি-অবনতির সঙ্গে তাদের ভাগ্য সংযুক্ত করে নেন, তখনকার শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন।

তারা আমীর-উমরাহগণের ন্যায় জীবনযাত্রা অবলম্বন না করেও তাদের ন্যায়ই সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হন।

শায়খ জালালের শিষ্যগণ বেশীর ভাগই জঙ্গলাকীর্ণ, জনবিরল স্থানে টিলার উপর আস্তানা স্থাপন করেন। জঙ্গল কেটে তারা নয়া জনপদের পত্তন করেন। তাদের আস্তানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে নয়া হাট-বাজার, বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর, মসজিদ-মাদ্রাসা, খানকাহ নতুন নতুন ঘরবাড়ী, নয়া-নয়া জনপদ। জনবিরল অঞ্চলে তাদের দ্বারাই নয়া মুসলিম সমাজের পত্তন হয়। কালক্রমে ভারতের পুর্বাঞ্চলে তাদেরই এক নয়া সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

হযরত শায়খ জালালের শিষ্যগণের যে হাতে সর্বদা তসবিহ্ শোভা পেত, তাতেই প্রয়োজন হলে তরবারী নেচে উঠতো। শোষণ, যুলুম, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেছেন। মযলুমের চিৎকারে তাদের চিত্ত ব্যথিত হয়েছে, তারা অত্যাচারী সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে দরিদ্র জনগণের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করেছেন ; তরবারী ধরেছেন, শহীদ হয়েছেন। অন্যায় যুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধুমাত্র শায়খ জালাল এবং তাঁর শিষ্যগণ নয় ; বাংলাদেশে আগত আরও অগণিত সূফী-দরবেশের বৈশিষ্ট্য ছিল।

মুনসীগঞ্জে বাবা আদম কানাই চং-এর নির্যাততি মুসলিমদের আহ্বানে মক্কা হতে রামপালে আগমন করে বল্লাল সেন এবং সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন।

শাহ্ সুলতান মাহী সাওয়ার মহাস্থানে রাজা পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। মখদুম শাহ্ দৌলাহ শাহজাদপুরে (পাবনা) অত্যাচারী হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শহীদ হন। মাখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনভী মঙ্গলকোটে (বর্দ্ধমান) রাজা বিক্রম বিশোরীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। নূর কুতব-ই-আলম, শায়খ শফী, শায়খ ঈসমাইল গাযী, শায়খ জালাল মাকিলী এমনি আরও বহু সূফী-দরবেশ সত্যের সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

শায়খ জালালের অনুসঙ্গী আউলিয়াগণের মধ্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলে কাউকে তেমন দেখা যায় না। তাঁরা ইবাদত-বন্দেগীতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। জ্ঞানচর্চা এবং আধ্যাত্মিকচর্চা খুব কম ক্ষেত্রেই এক সঙ্গে চলে। যেখানে জ্ঞানচর্চায় প্রাধান্য হয় সেখানে ইবাদত-বন্দেগীতে অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দৃষ্ট হয়। অন্যদিকে আরাধনায় নিমগ্ন থাকলে জ্ঞানচর্চায় বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

শায়খ জালালের অনুসঙ্গী আউলিয়াগণের মধ্যে তেমন খ্যাতিসম্পন্ন কোন ঐতিহাসিক ছিলেন না বলেই হয়ত তাঁর অনুসঙ্গীদের ইতিহাস তেমন একটা জানা যায় না। আউলিয়াদের অনেকের জীবনী তো দূরের কথা, নাম এবং অন্তিম আস্তানা পর্যন্ত জানা যায় না। যারা এক স্থান হতে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ করতেন এবং পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ

হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাদের সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া খুবই কষ্টকর। সিলেট জেলার বাইরে আসামের কাছাড়, পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর এবং পশ্চিম বাংলার বীরভূম, বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুর জিলায় শেখ জালাল-এর অনুসঙ্গী আউলিয়াগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব-ভারতের এ অঞ্চল ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়।

নিম্নে শায়খ জালালের অনুসঙ্গী বলে কথিত আউলিয়াগণের নাম, সমাধি স্থান এবং কাহারও কাহারও বংশাবলী সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হল। নিম্নে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁহাদের সকলেই যে শায়খ জালালের অনুসঙ্গী ছিলেন ইহার ভিত্তি জনশ্রুতি। তাদের কাহারো কাহারো শায়খ জালালের সমসাময়িক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, তদুপরি তাঁহার শিষ্যগণের কাহারো কাহারো স্থানীয় হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

১ **সিকান্দর খান গাযী ঃ** স্টিফেনটমের মতে তিনি বলবন বংশীয় সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের ভাগিনেয় বাহার ইহতিশাম সিকান্দর শামী। তাঁর সমাধি সপ্তগ্রামে অবস্থিত। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা তাঁর সঙ্গে একমত নন। কাজেই সিকান্দর খান গাযীর সঠিক পরিচয় অজ্ঞাত।

২. **সৈয়দ নাসিরুদ্দিন সিপাহসালার ঃ** কেহ বলেন সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহ জালালের আদেশে তিনি সপ্তগ্রামে ফিরে যান। তাঁর সমাধি সপ্তগ্রামে অবস্থিত ও সিকান্দর গাযীর সমাধির সংলগ্ন।

সিলেট শহর

৩. **শাহজাদা আলী ঃ** ইয়েমেন দেশের রাজকুমার ছিলেন ও বৈরাগ্য অবলম্বন করে হযরত শাহ জালালের সঙ্গে সিলেটে আসেন। তাঁর কবর হযরত শাহজালালের মাযারের পার্শ্বে অবস্থিত।

৪. **হাজী ইউসুফ ঃ** তিনি হযরত শাহ্ জালালের সহকারী ছিলেন এবং বর্তমান সরে কওমের আদিপুরুষ। তাঁর সমাধি হযরত শাহ্

জালালের দরগাতে অবস্থিত। মতান্তরে তিনি হযরতের ভাগিনেয়। হযরতের আদেশে তিনি বিবাহ করেন ও তদীয় বংশধরগণ শাহ্‌জালালের দরগার খাদিম নিযুক্ত হন। সরে কওম আবু জাফর আবদুল্লাহ্ (এ.জেড. আবদুল্লাহ্) মরহুম তাঁর বংশধর।

৫. হাজী খলীল ও ৬. হাজী দরিয়াঃ এঁরা হযরতের সহপাঠী ছিলেন। তাঁদের সমাধি হযরতের সমাধি পার্শ্বে অবস্থিত।

৭. সৈয়দ মানিকপীর ও ৮. সঙ্গীয় ছোট পীরঃ তাঁদের সমাধি মানিক পীরের টিলার চূড়ায় অবস্থিত। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় মানিক পীরের উদ্দেশ্যে দুধ ও ফল উৎসর্গ করার প্রথা আছে।

৯. খাজা নাসিরুদ্দীন ওরফে শাহ্ চটঃ এই পীরের পবিত্র মাযার সিলেট গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলের সম্মুখস্থ পাকা মসজিদের উত্তরে অবস্থিত। তাঁর কোন বংশধর আছেন বলে প্রকাশ পায় না। অনুমান হয়, ইনি অনূঢ় অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে কাল।তিপাত করেছিলেন।

১০. খাজা আদিনাঃ তাঁর মাযার মহল্লাস্থ খাস-দরবাবারের উত্তরে একশ' বিশ গম্বুজ বিশিষ্ট আদিনা মসজিদের ভগ্নাবশেষের নিকট অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, উক্ত মসজিদ সিলেটের আমিল ইসপিনদিয়ার খান কর্তৃক (১৩৫৮) খ্রীস্টাব্দে বিনষ্ট হয়। ঐ মসজিদে ঈদুজ্জোহা নামাযের সময় ইসপিনদিয়ার জন্য অপেক্ষা করা হয় নাই বলে তিনি মসজিদ ভগ্ন করেন। পরে অনুশোচনা হলে তিনি দরগার নিকটে আর একটি অসম্পূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন। দরগার পূর্বদিকে ঐ মসজিদ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল। বর্তমানে সামান্য ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সৈয়দ জালাল কর্তৃক উহা (১৬৬৪) নির্মিত হয়েছিল। ঐ সময়ে ইসপিনদিয়ার খান সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন।

১১. শেখ খিজির খামদবীরঃ এঁর মাযার খামদবীর মহল্লায় অবস্থিত।

১২. মখদুম হাবিব ওরফে মখদুম ঃ তাঁর মাযার দফতরী পাড়ায় অবস্থিত। তাঁর সঙ্গী তিন দরবেশের সমাধি (১৩—১৫) তাঁর সমাধি সংলগ্ন।

১৬. খিজির সুফী ঃ তাঁর মাযার বারুতখানা মহল্লায় অবস্থিত।

১৭. বাগদার আলী শাহ্ ঃ তাঁর মাযার বারুতখানা মহল্লায় অবস্থিত।

১৮. শাহ্ সনজর ঃ তাঁর মাযার বারুতখানা মহল্লায় অবস্থিত।

১৯. শাহ মদন ঃ এঁর মাযার টিলাগড়ে অবস্থিত।

২০. শাহ্ এতিম ঃ এঁর মাযার বাহুরলট্কা (শিবগঞ্জ) মহল্লায় অবস্থিত।

২১. গরম দেওয়ান ঃ এঁর মাযার সামদানীটোলায় (মীরা বাজারের দক্ষিণে) অবস্থিত।

২২. দাদা পীর ওরফে সৈয়দ আহমদ ঃ এঁর মাযার মহল্লার মোখতার খাঁ কিরমানীতে (খান বাহাদুর আবদুর রহীম মরহুমের বাড়ীর সংলগ্ন) অবস্থিত।

২৩. সৈয়দ উমর সমরকন্দী ঃ এঁর মাযার ওমর সমরকন্দী মহল্লায় (ধোপাদিঘীর পূর্ব পাড়ে) অবস্থিত। ইনি সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন ও ঐ মহল্লার সৈয়দগণ তাঁর বংশধর বলে দাবি করেন। এই পরিবারের কতিপয় লোক গহরপুর পরগণার তাহিরপুর গ্রামে চলে গেছেন। এ বংশের বিখ্যাত দরবেশ সৈয়দ ফুল আতুয়াজান পরগণার সৈয়দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করছিলেন। তাঁর বংশে সৈয়দ ইমদাদ আলী ও তাঁর পুত্র সৈয়দ আবদুল মালিক খ্যাতি অর্জন করেন।

২৪. গাযী সাহেব ঃ এঁর মাযার ঈদগাহের ময়দানের পূর্বে অবস্থিত।

২৫. মোখতার শহীদ ঃ এঁর মাযার মোখতার শহীদ মহল্লায় অবস্থিত।

২৬. হোসেন শহীদ ঃ এঁর মাযার হোসেন শহীদ মহল্লায় অবস্থিত।

২৭. **কাযী জালাল উদ্দীন ঃ** তাঁর মাযার কাযীটোলায় অবস্থিত।

২৮. **কাযী ইলিয়াস উদ্দীন ওরফে কাযী গয়লা ঃ** কাযী ইলিয়াস মহল্লায় তাঁর বাসস্থান ছিল। কাযী জালাল উদ্দীন মহল্লায় সরকারী পুস্করিণীর বায়ুকোণে তাঁর সমাধি অবস্থিত।

২৯. **জিন্দাপীর ঃ** এঁর মাযার জিন্দাবাজার মহল্লায় অবস্থিত।

৩০. **শেখ করম মুহম্মদ ঃ** তিনি মক্কার কোরেশ বংশের শেখ বাহাউদ্দীন ফারুকীর পুত্র। তাঁর নামানুসারে শেখ পাড়া মহল্লার নাম হয়েছে। ঐ মহল্লার শেখগণ তাঁর বংশধর বলে দাবি করেন। হযরত শাহ জালাল যে স্থলে সুরমা নদী অতিক্রম করেন ঐ স্থান শেখ ঘাট নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তথায় একটা পাকা ঘাট বাঁধা হয়। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে সেটি বিনষ্ট হয়। যখন নবাব একরাম উল্লাহ খান (১৭৫৮—১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে) সিলেটের ফৌজদার ছিলেন, তখন শেখ করম মুহম্মদের বংশে ফয়যুল্লাহ নামে এক ধর্মপ্রাণ পুরুষ জীবিত ছিলেন। নবাব একরাম উল্লাহ তাঁকে পীররূপে সম্মান করতেন ও বখশী উপাধি দেন। বখশীকে সত্যই ফৌজদারের দরবারে উপস্থিত থাকতে হতো। একদা ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণের জমিদারবর্গ রাজস্ব বাকীর দায়ে ধৃত হয়ে সিলেটে আনীত ও উৎপীড়িত হন। এই অত্যাচার দর্শনে মনঃপীড়া পেয়ে বখশী ফয়যুল্লাহ পরের দিন দরবারে অনুপস্থিত থাকেন। নবাব এই সংবাদ জানতে পেরে লজ্জিত হন ও জমিদারদিগকে অব্যাহতি দেন। জমিদারেরা এই উপকারী দরবেশকে দেশে নিয়ে যায়। ফয়যুল্লাহ ওদের সাথে উপস্থিত হয়ে সে স্থানের সৌন্দর্যে মোহিত হন ও তথায় বাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবাব ফয়যুল্লাহকে প্রায় এক হাল ভূমি লাখেরাজ দেন। ঐ স্থান শেখপাড়া নামে পরিচিত হয়। তাঁর বংশধরগণ তথায় বাস করছেন।

৩১. **দেওয়ান ফতেহ মুহম্মদ ঃ** তিনি বাহাউদ্দীন ফারুকীর অন্যতম পুত্র। তাঁর মাযার শেখপাড়া মহল্লায় অবস্থিত।

৩২. **মধু শহীদ ঃ** তাঁর মাযার মধু শহীদ মহল্লায় অবস্থিত।

৩৩. **লাল সাহেব ঃ** তাঁর মাযার সওদাগর টোলায় অবস্থিত।

৩৪. **চাশনী পীর ঃ** তিনি 'হযরতের জন্মভূমির মাটি সিলেটের মাটির অনুরূপ' এই কথা মাটি চেখে বলেন। এঁর মাযার ঈদগাহ ময়দানের পশ্চিম-উত্তরকোণে এক মাইল দূরে গোরাই পাড়ার টিলায় অবস্থিত।

৩৫. **জথাই পীর ঃ** এঁর মাযার গোরাই পাড়ায় অবস্থিত।

৩৬. **নূরুল্লাহ ওরফে শাহ নূর ঃ** তাঁর মাযার বন্দর বাজার মাড়োয়ারী পট্টির দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, তাঁর আযানের আওয়াযে মনারায়ের টিলা ভূতলশায়ী হয়। তিনি শাহ চট নামেও পরিচিত ছিলেন।

৩৭. **সৈয়দ জাহান ঃ** কূয়ার পাড়ে পাকা মসজিদের ধারে এঁর মাযার আছে।

৩৮. **গোলাম হযরত ঃ** এঁর মাযারও জল্লার পাড় মহল্লায়।

৩৯. **সৈয়দ আহম্মদ কবীর ঃ** এঁর মাযার পাঠানটোলায় অবস্থিত।

৪০. **আহমদ নিশান বরদার ঃ** এঁর মাযার আমদবীর মহল্লায় অবস্থিত।

৪১. **আরীফ মুলতানী ঃ** তাঁর মাযার পুরান লেন মহল্লায় অবস্থিত।

৪২. **শায়খ আবদুল্লাহ ঃ** তাঁর মাযার নাইওর পুল মহল্লায় অবস্থিত।

৪৩. **খাণ্ডা ঝকমক ঃ** এঁর মাযার রায়নগর মহল্লায় অবস্থিত।

৪৪. **হাজী গাযী ঃ** তাঁর মাযার ঈদগাহের পূর্বে অবস্থিত।

৪৫. **কাযী জাহান ওরফে হযরত জাহান ঃ** এঁর মাযার

জল্লার পাড় মহল্লায় অবস্থিত।

৪৬. **শায়খ পীর আলী** : এঁর মাযার মজুমদারীর আশরাফ আলী মজুমদারের বাড়ীর পশ্চিমে টিলার উপর অবস্থিত।

৪৭. **শাহ ফকীর রওশন চেরাগ** : এঁর মাযার দরগার প্রাচীন সীমানার উত্তর দিকে মিশন দেউড়ীতে অবস্থিত।

৪৮. **পীর বুরহানুদ্দীন** : এঁরই অনুরোধে হযরত শাহ জালাল সিলেটে আসেন। তাঁর মাযার কুশীঘাটে (সাহেব বাজারের নিকটে) টোলাটকর মহল্লায় অবস্থিত।

৪৯. **সৈয়দ জিয়াউদ্দীন** : তাঁর মাযার জিন্দাবাজার মহল্লায় পাঁচ পীরের মোকামে আছে। সোনার গাঁয়ে ও সিলেট জেলার গাবুর টেকিতেও পাঁচ পীরের মোকাম আছে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জিলার অনেকে অদ্যাপি পাঁচ পীরের শিরনী দেয়। পাঁচপীর কারা ছিলেন জানা যায় না। সম্ভবত বার ভুঁইয়াদের মত পাঁচ পীর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ করে না। বৌদ্ধেরা পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধকে সন্মান করতেন। সম্ভবত পাঁচ পীরের ধারণা বৌদ্ধ ধর্ম হতে অশিক্ষিত জনসাধারণ গ্রহণ করেছেন।

৫০. **খাজা বুরহানুদ্দীন কাওয়াল** : ইনি দরগাহ মহল্লার মুফতি বংশীয়দের পূর্বপুরুষ। ইনি হযরত শাহজালালের সঙ্গে আরব দেশ হতে আসেন। তাঁর পুত্রের নাম শাহ জালাল উদ্দীন ও পৌত্রের নাম শাহ কামাল উদ্দীনের মাযার আতুয়াজান পরগণার অন্তর্গত তিলক শাহের পাড়া গ্রামে অবস্থিত। এই বংশের হাসান মুহম্মদ সম্রাট আওরঙ্গযিবের রাজত্বকালে সিলেটের মুফতি পদপ্রাপ্ত হন। আদালতে মুসলমানী আইন সংক্রান্ত জটিল বিষয় উপস্থিত হলে মুফতিগণই মীমাংসা করতেন। মুসলমান-দের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁদের দৃষ্টি রাখতে হতো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মুফতি পদ উঠে যায়। দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ যখন শায়খ জালালের দরগায় জিয়ারত করতে

আসেন তখন তিনি এই বংশীয় নজমুদ্দীন মুহম্মদের কাছে চিঠি লিখেন। মুফতি বংশীয়গণ সিলেটের বিভিন্ন ফৌজদার হতে সাহায্য-সহানুভূতি ও জায়গীর লাভ করেন।

৫১. **সৈয়্যদ হামযা ঃ** ঝরণার পারের সৈয়দ পরিবার তাঁর বংশধর। এই শাহপরিবারের শাহ জালাল ও দামা বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। শায়খ জালাল মৌলবী বাজার শহরে থাকতেন। এই বংশের কেউ কেউ ময়মনসিংহের সিকান্দর নগরে বাস করতেন।

৫২. **হাফিয মোঃ যাকারীয়া কোরেশী ঃ** দরগাহ মহল্লা নির্বাসী হাজী গিয়াসউদ্দীন ও হেকিম দলিলুদ্দীন তাঁর বংশধর যাকারিয়া কোরেশীর মাযার কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ তীরে পিধুয়া মৌজায় ছিল। উহা আরবী মাযার নামে পরিচিত ছিল। এঁর বংশধরেরা সিলেটে মোখতার খাঁ কিরমানী মহল্লায় (বর্তমান রায় নগরে) বাস করতেন।

সদর মহকুমা

৫৩. **শাহ্ পরান ঃ** তিনি হযরত শাহ জালালের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁর মাযার দক্ষিণ কাছ পরগণার খাদিম পাড়ায় অবস্থিত। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ দরগায় একটি কবুতর খেয়ে তার পালক নিজের ঝুলিতে রাখতেন। পরে একদিন হযরত শাহ জালাল কবুতরের সংখ্যা কম দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি পালকগুলিকে উড়িয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা কবুতর হয়ে যায়। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া দেখে হযরত তাঁকে শহরের বাহিরে অন্যত্র অবস্থান করতে বলেন। তদনুসারে তিনি দক্ষিণ কাছ চলে যান। দক্ষিণ কাছের চৌধুরিগণ এই পীরের খাদেম বলে পরিচিত। তাঁর দরগাহ একটি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। এই স্থান থেকে চতুর্দিকের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। তাঁর দরগার সংলগ্ন মসজিদের শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, উক্ত মসজিদ আবদুল্লাহ্‌র আদেশে নির্মিত। আবদুল্লাহ্ হয়ত সিলেটের ফৌজদার আবদুল্লাহ সিরাজী (১৬৯ খ্রীস্টাব্দ)।

পাকা সিড়ি বেয়ে মাযার টিলায় উঠতে হয়। মাযারটি চমৎকার ভাবে বাঁধানো ও সযত্নে রক্ষিত। চারিপার্শ্বে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। উত্তর দিকে মাযার সংলগ্ন পুরানো একটি গাছ কোন রকমে শৈল খণ্ডের অভ্যন্তরে শিকড় গেড়ে উপরে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে যুগ-যুগান্তরে মাযারের উপর স্নিগ্ধ শীতল ছায়া প্রদান করছে। এর পাশেই রয়েছে সুন্দর একটি চেরাগদান। মাযারের পশ্চিম দিকে একটি তিন গম্বুজের মসজিদ মোগল যুগের স্থাপত্য বহন করে মসজিদটি কালের নীরব সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদটি আয়তাকার। চারটি কোণে চারটি মজবুত বুরুজ। বুরুজগুলি পেরাপেট অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত সরু হয়ে উপরে উঠেছে। মসজিদের সম্মুখ ভাগ তিনটি দরজায় বিভক্ত। মাঝের দরজাটি কিছুটা উঁচু ও বহিঃবর্দ্ধিত। দরজাগুলির মধ্যবর্তী স্থানে পেনেশের পরিকল্পনা করে মসজিদটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভিতরের সাদা হল ঘরটিকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির প্রতীক বলে মনে হয়। পশ্চিমের দেয়ালে মিহরাবের ঠিক উপরে উল্লিখিত শিলালিপি রক্ষিত আছে। মিহরাবের চারিপাশ লতাপাতার কারুকার্যে শোভিত।

৫৪. **শেখ দাউদ কোরেশী ঃ** তাঁর মাযার রেঙ্গা পরগণার দাউদ-পুর মৌজায় অবস্থিত। দাউদপুরের চৌধুরিগণ তাঁরই বংশধর। মরহুম খান বাহাদুর গাউস উদ্দীন চৌধুরী এম. এস. সি. এই বংশের লোক ছিলেন।

৫৫. **হযরত শাহ্ সুন্দর ঃ** তাঁর মাযার দক্ষিণ কাছ পরগণায় অবস্থিত।

৫৬. **শেখ সিকান্দর ওরফে শাহ সিকান্দর ঃ** পরগণে শনখাইড় মৌজায় শাহ সিকান্দর গ্রামে তাঁর মাযার আছে। তাঁর সমাধির পার্শ্বে তাঁর পুত্র শাহ গাযীর মাযার বিদ্যমান। উক্ত পরগণার চৌধুরিগণ তাঁর বংশধর বলে পরিচিত।

৫৭. **আবু দৌলত ঃ** তাঁর মাযার পরগণে শনখাইড় মৌজায় বিবি-দৈল নামক স্থানে অবস্থিত।

৫৮. **শাহ রফি উদ্দীন ঃ** সারপিং নামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত।

৫৯. **সৈয়্যদ মহব্বত ও ৬০. সৈয়্যদ মালুম ঃ** এঁদের মাযার মৌরাপুর পরগণায় অবস্থিত।

৬১. **খাজা সলিম ওরফে তৈয়ব সলিম ঃ** তাঁর মাযার পরগণা গোধরাইল সাকিন শিলাম (প্রমাণিত চকের বাজার) মৌজায় অবস্থিত

৬২. **সৈয়্যদ আলাউদ্দীন ঃ** ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তাজ উদ্দীন, বাহাউদ্দীন, রুকনুদ্দীন ও শামসুদ্দীন নামে তাঁর চার পুত্র ছিলেন। তাজউদ্দীন অরংপুর পরগণার গহরপুর গ্রামে চলে যান। উক্ত পগণায় তাঁর মাযার বর্তমান আছে। বাহাউদ্দীন আওরঙ্গপুরের নিকটবর্তী সৈয়দপুরে কিছুদিন বাস করে ভাদেশ্বর চলে যান ও তথায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁকে ভাদেশ্বরেই সমাধিত করা হয়। সৈয়দ শামসুদ্দীনের বংশধরগণ সৈয়দপুরে অবস্থান করছেন। আওরঙ্গপুর পরগণার সৈয়দগণ শাহ তাজউদ্দীনের বংশধর। রুকনুদ্দীন মওলবী বাজার চলে যান। তাঁর কথা পরে বলা হবে।

৬৩. **শাহ আলাউদ্দীন ঃ** ইনি গহরপুর পরগণার আশাপুর গ্রামে অবস্থান করেন। এই বংশে শাহ আলী নামে এক বিখ্যাত দরবেশের জন্ম হয়। এখনও আলাপুরে তাঁর মাযার দেখতে পাওয়া যায়। তিনি আহমদ চরমপোষ বাগদাদী নামে এক দরবেশের সহিত তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। আহমদ চরমপোষ বিহারের আম্বাইর নামক স্থানে বাস করতেন। তিনি বিখ্যাত সাধক ও কবি ছিলেন। ১৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ওফাত হয়। তিনি বিহারের বিখ্যাত দরবেশ শরফুদ্দীন মুজেরীর সম্পর্কিত ভ্রাতা ছিলেন (Behar through the ages P.453)। শাহ আলাউদ্দীনের বংশধরগণ এখনও আলাপুরে বাস করছেন।

৬৪. **সৈয়্যদ আফজল ঃ** জালালপুর পরগণার মিয়ার গাঁও

মৌজায় তাঁর মাযার আছে।

৬৫. **খাজা আজীজ চিশতি ঃ** গহরপুর পরগণায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

৬৬. **হাফিয আতাউল্লাহ ঃ** মোখতারপুর পরগণায় তীলপাড়া গ্রামে তাঁর মাযার আছে।

৬৭. **শাহ কালা ওরফে কালা মিয়া ঃ** ইনি ইরানের অধিবাসী বলিয়া কথিত। গহরপুর পরগণার শিওর খাল মৌজায় তাঁর মাযার আছে। তথাকার চৌধুরিগণ তাঁর বংশধর।

৬৮. **সৈয়্দ কুতুব উদ্দীন ওরফে সৈয়্দ কুতুব ঃ** গোধরাইল পরগণার ডুঙ্গা গ্রামে তিনি অবস্থান করতেন। তাঁর বংশধরেরা জৈন্তিয়ার ধরগ্রাম পরগণায় চলে যান। তাঁরা আপনাদিগকে মীর বলে পরিচয় দেন।

৬৯. **শেখ গরীব ওরফে শেখ গাবরু ঃ** তিনি বেলুচিস্থানের অধিবাসী ছিলেন ও গরীব আফগানী নামেও খ্যাত। তিনি উচ্চ শিক্ষা ও ধর্মজ্ঞান লাভ করে শেখ উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত শাহ জালালের সঙ্গে দিল্লী নগরীতে তাঁর মোলাকাত হয়। তিনি হযরতের মুরীদ হয়ে তাঁর অনুগামী হন। সিলেট পৌছার পরে তাঁর পীরের আদেশে তিনি বালাগঞ্জ থানার বাসাইয়া হাওরের দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে গাবুর টেকিতে হুযরা নির্মাণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর চারজন অনুচরও ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন।

শেখ গাবরু ও তাঁর শিষ্যদের মাযার পাঁচ পীরের মোকাম নামে পরিচিত। গাবুরটেক নৌকা তৈয়ারের জন্য বিখ্যাত ছিল। কলিকাতা প্রবাসী বিখ্যাত আলেম হাফিয হাতেম এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলুটোলার মসজিদের স্বনামধন্য ইমাম ছিলেন। সিলেটের দানবীর বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মওলবী আবদুল করিম—৩ ইন্সপেক্টর অবসরপ্রাপ্ত হাফিয হাতেম সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুপরিচিত সমাজ নেতা মুহম্মদ মুর্তজা চৌধুরী এই বংশের লোক ছিলেন।

৭০. **হাজী গাযী ঃ** গাযী পাড়ায় তাঁর মাযার আছে।

৭১. **জালালুদ্দীন ওরফে শাহ জালাল ঃ** কুরুয়া পরগণার খুশকী পুর মৌজায় তাঁর মাযার আছে। তাঁর বংশধরেরা ঐ মৌজায় বাস করেছেন। কথিত আছে যে তিনি কোনও ব্রাহ্মণের খঞ্জ কন্যাকে আরোগ্য করে বিবাহ করেছিলেন।

৭২. **সৈয়্যদ জালালুদ্দীন ওরফে শায়খ জালাল ঃ** পরগণে গোধরাইল ডুঙ্গী মৌজতে তাঁর মাযার আছে।

৭৩. **শেখ জালাল ওরফে শাহ মিলন ঃ** জালালপুরে তাঁর মাযার আছে। তাঁর বংশধররা তথায় বাস করছেন।

৭৪. **জহর উদ্দীন ওরফে শাহ জওহর ঃ** জালালপুর পরগণার মোকাম দোয়ার মৌজায় তাঁর মাযার আছে।

৭৫. **শাহ তকীউদ্দীন ওরফে মুহম্মদ তকী ঃ** নিজ জালালপুর মৌজায় শেখ পাড়ার তাঁর মাযার আছে। তাঁর বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করেন।

৭৬. **সৈয়্যদ তৈয়্যব আলম ঃ** ইনি পূর্বে উল্লেখিত সৈয়দ ওমর সমরকন্দীর বংশধর। গহরপুর পরগণার মীরপুর মৌজার তাঁহার মাযার আছে।

৭৭. **সৈয়্যদ তাহির আলম ঃ** ইনিও পূর্বে উল্লেখিত সৈয়দ ওমর সময়কন্দীর বংশধর। গহরপুর পরগণার মীরপুর মৌজায় ইঁহার মাযার আছে।

৭৮. **নিযামুদ্দীন উসমানী ঃ** তিনি গহরপুরের নিকটবর্তী দয়ামীরে অবস্থান করতেন। তাঁর বংশধররা এখনও তথায় বাস করছেন। খান বাহাদুর মফিজুর রহমান মরহুম এই বংশের লোক।

৭৯. **শাহ ফতেহ্ উদ্দীন ঃ** নিজ জালাল পুরে তাঁর মাযার আছে।

৮০. **শেখ ফরীদ আনসারী ঃ** লালাবাজারের নিকট তাঁর মাযার আছে।

৮১. **শাহ মঈন উদ্দীন**—জালালপুর পরগণার মোকাম দোয়ারে তাঁর মাযার আছে।

৮২. **মখদুম রহীম উদ্দীন**—নিজ জালালপুরে তাঁর মাযার আছে। কথিত আছে, তিনি উক্ত গ্রামে তাঁর আসা (হাতের লাঠি) স্থাপন করেন ও ঐ স্থানে একটি বট বৃক্ষের উদ্ভব হয়। জালালপুরের দরগার ফকীরগণ এই বটগাছের পাতা সংগ্রহপূর্বক স্থানে স্থানে গমন করে তা বিতরণ করতেন। ওলীর হস্তে রোপিত বৃক্ষের পাতা সাদরে গৃহীত হ'ত। তথাকার চৌধুরিগণ তাঁর বংশ বলে দাবী করেন।

৮৩. **মখদুম জাফর গজনভী**—তিনি গজনীর অধিবাসী ছিলেন। গোধরাইল পরগণার মোহাম্মদপুরে তাঁর মাযার আছে। তাঁর বংশধর উক্ত গ্রামে বাস করছেন। তদীয় বংশধরদের একজন জৈন্তা পরগণার অনেক লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে জৈন্তার রাজার ভাগিনীকে বিবাহ করেন।

৮৪. **শাহ সুলতান**—তিনি গহরপুর পরগণার সুলতানপুরে অবস্থান করতেন। সুলতানপুরের চৌধুরী পরিবার তাঁর বংশধর। খান বাহাদুর দেওয়ান আবদুর রহীম চৌধুরী মরহুম শাহ সুলতানের দৌহিত্রের বংশধর ছিলেন। দেওয়ান আবদুর রহীম চৌধুরীর ভ্রাতা দেওয়ান আবদুর রব চৌধুরী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প মন্ত্রী ছিলেন।

৮৫. **শাহ সোলায়মান করনী কোরায়শী**—করনশীতে তাঁর মাযার আছে। তাঁর বংশধর নিজ করনশী ও মুতিয়ার গাঁও মৌজায় বাস করছেন।

৮৬. **শাহ সিকন্দর**—সিকন্দরপুর পরগণার পশ্চিম গাঁয়ে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর সম্মানার্থে মাত্র তিনটি গ্রাম নিয়ে সিকন্দরপুর পরগণা। উক্ত গ্রামের চৌধুরী পরিবার তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন।

৮৭. **তৈয়ব সয়লানী**—কালীঘাটের চকে পাকা মসজিদের পার্শ্বে তাঁর মাযার আছে।

৮৮. **শাহাবুদ্দীন**—তিনি প্রথমে বিয়ানী বাজার থানার মাটিকাটা গ্রামে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন এবং বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন করেন। শেষ জীবনে গোপালগঞ্জ থানার ঢাকা দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত লামা বারকুট গ্রামে খানকা স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন এবং ওখানেই ইন্তেকাল করেন। লামা বারকুটে তাঁর মাযার অবস্থিত। শোনা যায়, তাঁর বিবিও খুব ধর্মপরায়ণা ও উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না মহিলা ছিলেন। মাটিকাটায় তাঁর বিবির মাযারকে আজও জনসাধারণ বিবির মোকাম বলে শ্রদ্ধার সাথে দেখে থাকে। তাঁর বংশধরগণ বিয়ানী বাজার থানার আলী নগর, গোপালগঞ্জের আমানিয়া ও কাছার জেলায় বসবাস করছেন।

৮৯. **গনি মাহমুদ**—সম্ভবত ভাদেশ্বরে তাঁর মাযার ছিল। নবাবী আমলে শাহ গনীর শিরনী খাতে বৃত্তির বন্দোবস্ত ছিল।

৯০. **শাহ পাতো**—ভাদেশ্বরে তাঁর দরগাহ আছে। এর পার্শ্বে মসজিদ ও পুষ্করিণী আছে। উক্ত দরগায় আরও দুইজন ফকীরের সমাধি আছে। তাঁদের নাম জানা যায় না। তাঁদের একজন গনী মাহমুদ হতে পারেন।

৯১. **শাহ কামাল য়্যামনী ওরফে শাহ্ পাহলোয়ান**—জামালপুর পরগণার মোকাম দোয়ার মৌজায় তাঁর মাযার আছে।

৯২. **শাহ আলী উদ্দীন** ও ৯৩. **শাহ কামাল উদ্দীন**—তাঁরা সিলেট শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে মইয়ার চরে অবস্থান করেন ও আলাদি শাহ ও কাঙ্গালী শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। মইয়ারচর তখন সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে নদী ঐ স্থান থেকে এক মাইল দূরে সরে গেছে। শাহ কামাল উদ্দীন এক স্থানীয়

ধর্মপ্রাণা মহিলাকে (যিনি সর্ব সাধারণের কাছে মই নামে পরিচিতা ছিলেন) বিবাহ করেন। উক্ত দরবেশের বংশধররা ঐ অঞ্চলে বাস করছেন। শাহ কামাল উদ্দীন রত্না নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। ঐ স্থান প্রথমে শাহপাড়া ও পরে শাহার পাড়া নামে পরিচিত হয়। জালাল উদ্দীন, মোয়াবদন উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন নামে তাঁর তিন পুত্র ছিল। তাঁদের দু'জনেরই বংশধর জীবিত আছেন।

সুনামগঞ্জ

৯৪. **শাহ আরফীন**—তিনি তরফ বিজয়ের সময় সৈয়দ জামির উদ্দীনের সঙ্গী ছিলেন। তরফ বিজয়েব পর তিনি লাউড়ে অবস্থান করেন। লাউড়ে তাঁর দরগাহ আছে।

৯৫. **গায়েবী পীর**—শাহ আরফীনের মোকামের নিকটে গায়েবী মোকামে তাঁর মাযার আছে।

৯৬. **শাহ কামাল**—আতুয়াজান পরগণার শাহার পাড়ায় তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি মুফ্‌তীদের পূর্বপুরুষ। পূর্বে উল্লিখিত খা'জা বুরহান উদ্দীন কাত্তালের (৫০) পৌত্র ও জালাল উদ্দীনের পুত্র। শাহার পাড়ায় ও সিলেট শহরের দরগাহ মহল্লায় তাঁর বংশধরগণ আছেন। শাহ কামালের পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁর অন্যতম পুত্র যীয়া উদ্দীন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি দরগাহ মহল্লায় এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মোগল আমলে এই মাদ্রাসার জন্য অনেক ভূমি জায়গীর ছিল। এই মাদ্রাসা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

৯৭. **সৈয়দ শামস্ উদ্দীন**—তিনি হযরত শাহ্ জালালের সঙ্গীয় দরবেশ পূর্বে উল্লেখিত সৈয়দ আলাউদ্দীনের (৬২) পুত্র। তিনি আওরন্দীপুর থেকে আতুয়াজান পরগণার সৈয়দপুর গ্রামে চলে যান।

ঐ গ্রামে তাঁর দরগাহ আছে। তাঁর বংশধরেরা সৈয়দপুরে বসবাস করছেন। এ বংশের মধ্যে সৈয়দ আশহার আলী কবি ছিলেন।

৯৮. শেখ শামসুদ্দীন হাজী ওরফে শেখ শামসুদ্দীন বেহারী–তাঁর মাযার সুমাইতা পরগণার আটঘর গ্রামে অবস্থিত। তথাকার কেউ কেউ তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন। কথিত আছে যে, উক্ত গ্রামের রাজনবাহা, কুজনবাহা প্রমুখ প্রভাবশালী সাত ভাই নামায পড়ার সময় হাজী সাহেবকে বেঁধে ফেলে। তৎপর তাঁদের বংশের এক কন্যা হঠাৎ মারা যায়। শেখ সাহেরের দোয়ায় সেই কন্যা পুনর্জীবন লাভ করলে তাঁরা শেখ সাহেবের সাথে উক্ত মেয়েকে বিবাহ দেন ও নিজেরা ইসলাম কবুল করেন। শাহ সাহেব তাঁর পুত্র যীয়া উদ্দীনকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর ওফাতের পরে নয় কেদার পরিমিত ভূমিতে একটি দীঘি খনন করে তার পাড়ে যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। যীয়া উদ্দীন পিতার আদেশ মতে যে দীঘি খনন করান তা যীয়া উদ্দীনের দীঘি নামে পরিচিত। উক্ত দীঘির পাড়ে শেখ সামসুদ্দীন ও তাঁর পুত্র যীয়া উদ্দীনের মাযার আছে।

যীয়া উদ্দীনের পুত্র শাহ কামাল উদ্দীন আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাংলার সুলতানের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে সততার পুরষ্কারস্বরূপ খান উপাধি লাভ করেন। সুলতান থেকে তিনি যে তরবারী উপহার পান তা অদ্যাপি তাঁর বংশধর কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। কামাল উদ্দীন তেরো কেদারের এক দীঘি খনন করান।

৯৯. শেখ কালু ওরফে পীর কালু শাহ–তিনি জগন্নাথপুরের পীরের গাঁয়ে অবস্থান করেন। ঐ গ্রামেই তাঁর মাযার আছে। তাঁর পুত্র শাহচান্দ চান্দভরাঙ্গ গিয়ে বাস করেন। শাহচান্দের নামানুসারে চান্দভরাঙ্গে গ্রামের নামকরণ হয়েছে। চান্দভরাঙ্গের

চৌধুরিগণ তাঁর বংশধর। এই বংশে সুহেল উদ্দীন চৌধুরী খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন।

শেখ কালুর কন্যার বংশধর পীরের গাঁয়ে বাস করেন। তাঁরা সৈয়দ আহমদ ওরফে দামড়ীপীরের বংশধর। শাহ সোবহান উদ্দীন ও সৈয়দ শাহ বদর আলম পীরের ভ্রাতা ছিলেন। শাহ সোবহান উদ্দীন দুলালী পরগণার ইউসুফপুর (ইসবপুর) নামক স্থানে চলিয়া যান। সেখানে তাঁর বংশধর বাস করছেন। বদর আলম পীরের গাঁওয়ে অবস্থান করেন। তথাকার পীর সাহেবান তাঁর বংশধর।

১০০. **দাওর বখ্স খতীব**—আতুয়াজান পরগণার দাওরাই নামক টিলায় তাঁর মাযার আছে। তিনি জনৈক হিন্দু রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। তাঁর বংশধরেরা দাওরাই মৌজায় বাস করছেন। তাঁর মাযারের সংলগ্ন স্থানে ঈদগাহ আছে।

১০১. **খাজা সালিম**—সিংচাপইড়ে খাজা সালিম শহীদের রওজা আছে।

১০২. **সৈয়্যদ ইউসুফ**—ইনি ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ছাতক থানার সিংচাপইড় পরগণার সৈয়দের গাঁওয়ে বসতি করেন। উক্ত গ্রামে তাঁর মাযার আছে। এর সংলগ্ন মসজিদ ও পুষ্করিণীও আছে। ঐ গ্রামে তাঁর বংশধরেরা বাস করছেন। এ বংশের খ্যাতনামা পুরুষ সৈয়দ রাশিদ আলী ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ রাগিব আলী উচ্চ স্তরের সূফী ছিলেন।

করিমগঞ্জ

১০৩. **শাহ যীয়া উদ্দীন**—তিনি য়্যামনের অধিবাসী ছিলেন

ও এদেশে এসে দেওরাইল পরগণার বুন্দাশীল গ্রামে অবস্থান করেন। তাঁর কবর নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ঐ স্থানের কেউ কেউ তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন। কথিত আছে, হযরত শাহ জালাল যীয়া উদ্দীনের অনুরোধে বুন্দাশীল গিয়ে দেওরাইল নামক দৈত্যকে পরাভূত করেন।

১০৪. **সৈয়দ বদর উদ্দীন ওরফে শাহ বদর**—তিনি সৈয়দ নাসির উদ্দীনের সঙ্গে তরফ জয় করতে গিয়েছিলেন। তরফ বিজয়ের পরে তিনি বদরপুরে অবস্থান করেন। বদরপুর রেল স্টেশনের নিকটে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম বদরপুর হয়েছে।

১০৫. **শাহ সিকন্দর**—পরগণা দেওরাইলের বুন্দাশীল গ্রামে তাঁর সমাধি ছিল। নদীর ভাঙ্গনের ফলে তাঁর কবর বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এতদঞ্চলের কোনও কোনও খোন্দকার তাঁর বংশধর।

১০৬. **সৈয়দ আবু বকর**—পাথারিয়া পরগণায় ছোটলেখা গ্রামে তাঁর মাযার আছে।

১০৭. **আদম খাকী**—বদরপুর রেলস্টেশনের নিকটবর্তী বড় রাস্তার নিকটে তাঁর মাযার দেখতে পাওয়া যায়।

১০৮. **গরীব খাকী**—জুরী রেল স্টেশনের নিকটবর্তী বকতুরা গ্রামে তাঁর মাযার দেখতে পাওয়া যায়।

১০৯. **সৈয়দ ইয়াকুব**—দক্ষিণ ভাগ রেল স্টেশনের নিকটবর্তী পাথারিয়ায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

১১০. **সৈয়দ জাহান ওরফে সৈয়দ জাঁহা**—তাঁর মাযার প্রতাপগড়ের জঙ্গলে অবস্থিত। কাঠ ব্যবসায়ীরা তাঁর দরগায় শিরনী দিয়ে থাকে।

১১১. **দরিয়া পীর**—পরগণা পাথরিয়া চান্দপুর গ্রামে তাঁর মাযার আছে।

১১২. **শাহ শরীফ**—পিল্লাকান্দি গ্রামে তাঁর মাযার ছিল। তা কুশিয়ারা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ মূল কবরের মাটি নদীর তীরে অন্যত্র এনে দাফন করেছেন।

১১৩. **মিরার পীর**—বদরপুরের নিকটে ধলেশ্বরী নদীর পারে, কাছাড় জিলার পশ্চিম সীমার নিকটে তাঁর মাযার অবস্থিত।

১১৪. **খাজা আদিনা**—তাঁর মাযার চুড়খাই গ্রামে অবস্থিত। সাচনী গ্রামের চৌধুরিগণ তাঁর বংশধর।

হবিগঞ্জ

১১৫. **ফাতেহ্ গাযী**—তাঁর মাযার শাহজী বাজার রেল স্টেশনের নিকটে। মাযার একটি নতুন দালানের ভিতরে সংরক্ষিত। এর পশ্চিমে একটি এক গম্বুজওয়ালা মসজিদ আছে। চারপাশে উঁচু বুরুজ ও সামনে টিনের বারান্দা। দরগার জন্য মোঘল আমলে জায়নীব ছিল। সৈয়দ নাসির উদ্দীন যে বারোজন আউলিয়ার সাহায্যে তরফের বিশ গাঁওয়ের রাজা আচক নারায়ণকে পরাভূত করেন ইনি তাঁদের অন্যতম। তরফ বিজেতা সৈয়দ নাসির উদ্দীন ও শাহ জালালের সঙ্গী সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার বোধ হয় ভিন্ন ব্যক্তি। উভয় নাসির উদ্দীনের বংশধরদের কাছে তাঁদের যে বংশাবলী আছে, তাতে দেখা যায় উভয় নাসির উদ্দীনের পূর্বপুরুষ ভিন্ন ব্যক্তি।

১১৬. **শাহ মজলিস আমীন**—ইনি উচাইলে সুবৃহৎ মসজিদ ও দীঘি নির্মাণ করেন। ঐ গ্রামে তাঁর দরগাহ আছে।

১১৭. **শাহ গাযী**—তাঁর বাসস্থান গাযীপুরে ছিল। তাঁর নাম থেকে এই গ্রামের নামকরণ হয়। বিশ গাঁয়ে তাঁর মাযার আছে।

১১৮. **শাহ শহীদ**—লশকরপুরের মসজিদের পশ্চাদভাগে (পুরাতন মুনসেফী কাচারি) তাঁর দরগাহ আছে। পূর্বে এখানে প্রতি বছর একটি মেলা বসত।

১১৯. **শাহ তাজ উদ্দিন কোরেশী ওরফে কাযী তাজ উদ্দিন**—তিনি চৌকী পরগণায় অবস্থান করেন। চৌকী, দিনারপুর, কুরশা, বানিয়াচঙ্গ ও লংলার অনেকগুলো সম্ভ্রান্ত পরিবার তাঁর বংশধর। তাঁর বংশধরদের মতে কুরশার খান বাহাদুর আজিজুর রহমান আসাম সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন।

১২০. **শাহ মাহমুদ**—লশকরপুরের নিকটবর্তী উলু বাজারে তাঁর দরগাহ আছে।

১২১. **শেখ সদর ওরফে শাহ সদর উদ্দিন**—তাঁর মাযার পরগণা বাজে সতরসতী মৌজা সদরাবাদে (প্রকাশিত পর্বতপুরে) অবস্থিত। সদরাবাদের চৌধুরিগণ তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন।

১২২. **সৈয়দ শাহ সয়েক মিন্নত উদ্দীন**—ইনি লশকরপুরে বাস করতেন। সেখানে তাঁর দরগাহ আছে। তাঁর প্রপৌত্র শাহ দাউদের নামে দাউদনগর পরগণার নাম হয়েছে।

১২৩. **সৈয়্দ মুহম্মদ নূর**—তাঁর দরগাহ শাহজী বাজারের নিকট ফতেহ্‌পুরে অবস্থিত।

১২৩. (ক) **শাহ্ সুলতান**—তাঁর দরগাহ লাখাইতে আছে।

মওলবী বাজার

১২৪. **সৈয়্দ শাহ মোস্তফা**—এরূপ কথিত হয় যে, তিনি চৌয়াল্লিশের রাজার কন্যার পাণি গ্রহণ করে ওখানেই বসতি স্থাপন করেন। তথাকার অনেক সৈয়দ পরিবার তাঁর বংশধর। সে পরিবারের কেউ কেউ সিলেট শহরের কাযী ইলিয়াস মহল্লায় চলে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। আসাম গভর্নমেন্টের ভূতপূর্ব মন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ সি. আই. ই. (কাপ্তান মিয়া) এই পরিবারের লোকছিলেন।

১২৫. **শাহ্ হেলিমুদ্দীন নারনুলী**—মধ্য প্রদেশের নারনুলীর অধিবাসী। তিনি হযরত শাহ জালালের সঙ্গে এসে কাসিহাটিতে আপন বাসস্থান নির্মাণ করে তথায় অবস্থান করছিলেন। হাজীপুরের চৌধুরী পরিবার তাঁর বংশধর। এ বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তি খান বাহাদুর তজুম্মুল আলী আসাম সরকারের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল মুলতাকীন কিছুদিন আগে জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

১২৬. **কামাল উদ্দীন**—চৌয়াল্লিশ পরগণার কামালপুর গ্রামে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। তদঞ্চলের চৌধুরিগণ তাঁর বংশধর।

১২৭. **হামিদ ফারুকী**—তাঁর সমাধি কানিহাটি পরগণায় কাউকাপন গ্রামে অবস্থিত। তাঁর বংশধরেরা এখনও তথায় আছেন।

১২৮. **শাহ হেলিমুদ্দীন কোরায়শী**—ইনি চৌধুরী শাহ তাজ উদ্দীন কোরায়শীর ভ্রাতা। তাঁর সমাধি কুলাউড়া রেল স্টেশনের কয়েক মাইল দূরে থানাই নদীর তীরে অবস্থিত। লংলার অনেক পরিবার তাঁর বংশধর। তাঁদের মধ্যে মনসুরের চৌধুরী পরিবার সর্বপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

১২৯. **শাহ দরঙ্গ**—মনসুরের নিকটবর্তী বেকামুরায় তাঁর মাযার আছে। বেকামুরার সৈয়দ পরিবার তাঁর ভ্রাতার বংশধর। এ বংশে সৈয়দ জমশেদ হোসেন, সৈয়দ নওসাদ হোসেন খ্যাতনামা ব্যক্তি। মওলবী বাজারের খান বাহাদুর সৈয়দ সেকান্দর আলী মরহুম এই বংশের দৌহিত্র ছিলেন।

১৩০. **শাহ কালামজর্রদ**—ইনি কানিহাটী ও ভানুগাছ পরগণাদ্বয়ের সন্ধিস্থল রাজার দেউল নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর মাযার আছে। হযরত কালা য়্যামনের অধিবাসী ও চিরকুমার ছিলেন। ১৯০২ খৃস্টাব্দে কুমাড়ীর শাহ মাহতাব উদ্দীন আহমদ এই দরগায় বসতি স্থাপন করে এর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

১৩১. **সৈয়দ রুকনুদ্দীন**—ইনি হযরত শাহ জালালের অনুচর পূর্বে উল্লিখিত সৈয়দ আলাউদ্দীনের (৬২) পুত্র ও সৈয়দ তাজ উদ্দীনের ভ্রাতা। শাহ সৈয়দ রুকনুদ্দীন যে স্থানে কদম আটকিয়ে ভ্রমণ সমাপ্ত করেন, সেই স্থানের নাম কদম আট্কা হয়েছিল। বর্তমানে কদম হাটা নামে পরিচিত। কদম আটকা শাহ সাহেবের শেষ প্রচার কেন্দ্র। এখানে তাঁর মাযার আছে। তাঁর মাযারের পার্শ্বেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঈদগাহ আছে। কদম হাটার সৈয়দগণ তাঁর বংশধর বলে পরিচিত। কদম হাটা ছাড়া মনপাশী, আকামুরা, কামারচক ও বিজলী মৌজায় তাঁর বংশধরেরা বাস করতেন। আকামুরা ও বিজলীর পুরুষ বংশ লোপ

পেয়েছে। সাধক ও কবি শাহ নূর সৈয়দ রুকনুদ্দীন বংশধর। তাঁর অনেক মারেফতী গীত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সিলহেটের বাইরে

১৩২. **জালাল উদ্দীন**—তাঁর দরগার নাম মোহন ভুবন। একে মনভুবনও বলে। এই দরগাহ আসাম প্রদেশের কাছাড় জিলার অন্তর্গত।

১৩৩. **দেলওর লতীফ**—তাঁর মাযার ঢাকা জিলার সোনার গাঁয়ে অবস্থিত।

১৩৪. **গৌম উদ্দীন**—তাঁর মাযার ঢাকা জিলার সোনার গাঁয়ে অবস্থিত।

১৩৫. **হাজী পীর**—তাঁর দরগাহ কৈলা শহরের নিকটবর্তী শরীফপুরে হাজী দরগাহ নামে পরিচিত।

১৩৬. **শাহ রুকনুদ্দীন আনসারী**—সরাইল পরগণার সাজাদপুরে তাঁর দরগাহ আছে। ইনি সৈয়দ নাসির উদ্দীনের তরফ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

১৩৭. **সৈয়দ আহমদ গেছুদরাজ বা শাহ পীর**—ত্রিপুর জেলার খড়মপুর গ্রামে তাঁর মাযার আছে। তিনি ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি কখন কাহার দ্বারা কিভাবে শহীদ হয়েছিলেন, তাহা জানা যায় নি। তবে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে যে তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে। খড়মপুরের ৩৬০ ঘর হিন্দু জেলে তাঁর দ্বারা মুসলমান হয়েছিল। অদ্যাবধি এই

নব দীক্ষিত জেলেদের মুসলমান বংশধর এই দরগাহের খাদেম বা সেবায়েত।

১৩৮. **শাহ সুলতান**—ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে তাঁর দরগাহ আছে। তরফ অভিযানে ইনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৩৯. **জামাল উদ্দীন**—নোয়াখালী জেলার নন্দনপুরে তাঁর দরগাহ আছে।

১৪০. **শাহ জামাল**, ১৪১. **শাহ জামাল**—তাঁরা কুমিল্লা থেকে সাত আট মাইল দূরবর্তী উটমাড়া গ্রামে ধর্ম প্রচার করতে যান। কথিত আছে যে, হযরত শাহ জালাল আদেশ দেন, যে পরগণায় তাঁদের বাহন উট খাড়া হবে সেখানেই যেন তাঁরা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। তদনুসারে উট খাড়া তাঁদের প্রচার কেন্দ্র মনোনীত হয়।

১৪২. **সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরাচাঁদ**—ইনি সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে শহীদ হন। তাঁর মাযার হবিগঞ্জ পরগণা জেলার বশীর হাট মহকুমায় গুড়োয়া গ্রামে আছে। প্রতি বছর ১২ই ফাল্গুন তাঁর ওরশ হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পীর গোরা চাঁদের খাদেমের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১৪৩. **শাহ কাপুল**—ইনি হযরত শাহ জালাল কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ঢাকা জেলায় ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে বর্তমান নরসিংদী শহরের সন্নিকটে রেলওয়ে লাইনের পশ্চিম প্রান্তের সিগনেলের নিকট অবস্থান করেন। তথায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

১৪৪. **শাহ-ই-ঈরানী**—হযরত শাহ জালাল কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ইনি ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার অন্তর্গত চণ্ডি রাজার রাজ্যে উপস্থিত হলে চণ্ডিরাজার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। চণ্ডিরাজা পরাজিত

ও নিহত হন এবং শাহ-ই-ঈরানী সেখানে খানকা স্থাপন ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এখনও তাঁর খানকা ও মসজিদের চিহ্ন তথায় রয়েছে। এ দরবেশ খুব সম্ভব অকৃতদার ছিলেন। কারণ আশেপাশে কেউই তাঁর বংশধর বলে দাবী করে না। স্থানীয় লোকেরা তাঁর মাযারকে শারানীর মাযার বলে অভিহিত করে।

শ্রীহট্ট নূর বা হযরত শাহজালালের (রঃ) সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত পুস্তকখানি শ্রীহট্ট দরায় পরগণার বাগরখলী নিবাসী মুন্সী আবদুর রহীম মরহুম ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। শায়খ জালাল মজর্‌রদ (রঃ) জীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হযরতের নিম্নলিখিত নাম দেওয়া হয়েছে।

১. হযরত সৈয়দ নাসিরউদ্দীন সিপাহসালার
২. হযরত শেখ আলী য়্যামনি শাহযাদা
৩. হযরত হাজী ইউসুফ
৪. হযরত শেখ দাউদ কোরায়শী
৫–৬. হযরত মানিক পীর এবং সঙ্গীয় ছোট পীর
৭. হযরত কামাল উদ্দীন
৮. হযরত শাহ পরাণ
৯. হযরত হাজী খলীল
১০. হযরত শাহ চট্
১১. হযরত খাজা আদিনা
১২. হযরত শেখ খিজীর খাস্ত দবির
১৩. হযরত আবু তুরাব
১৪–১৭. হযরত মখদুম এবং সঙ্গীয় তিন দরবেশ
১৮. হযরত খিজির–সূফী

১৯. হযরত বাগদার আলী শাহ

২০. হযরত শাহ সুন্দর

২১. হযরত শাহ মদন

২২. হযরত শাহ এতিম

২৩. হযরত গরম দেওয়ান

২৪. হযরত দাদা পীর

২৫. হযরত সৈয়দ উমর সমরকন্দী

২৬. হযরত সৈয়দ আবু বকর

২৭. হযরত শাহ সৈয়দ তাজ উদ্দীন

২৮. হযরত হাজী গাযী

২৯. হযরত ফতেহ গাযী

৩০. হযরত বোযতার শহীদ

৩১. হযরত যীয়া উদ্দীন

৩২. হযরত শাহ শামস উদ্দীন

৩৩. হযরত শাহ সিকন্দর গাযী

৩৪. হযরত সুলতান সিকন্দর গাযী

৩৫. হযরত ব-আবু দৌলত

৩৬. হযরত দরিয়া পীর

৩৭. হযরত হোসাইন শহীদ

৩৮. হযরত হেলিমুদ্দীন

৩৯. হযরত কাযী জালাল উদ্দীন

৪০. হযরত কাযী গয়লা

৪১. হযরত জিন্দা পীর

৪২. হযরত শাহ কালু

হযরত শায়খ জালাল মজর্রদের (রঃ) শিষ্যগণ

৪৩. হযরত দেওয়ান ফতেহ মোহাম্মদ

৪৪. হযরত শেখ করম মোহাম্মদ

৪৫. হযরত মধু সোদন

৪৬—৫০ হযরত যীয়া উদ্দীন ও সঙ্গীয় চার জন দরবেশ

৫১. হযরত লাল

৫২. হযরত শাহ রফী উদ্দীন

৫৩. হযরত সৈয়দ মহববত

৫৪. হযরত শাহ মালুম

৫৫. হযরত শাহ ফরঙ্গী

৫৬. হযরত শাহ কামাল

৫৭. হযরত শাহ চান্দ

৫৮. হযরত শাহ সদরউদ্দীন

৫৯. হযরত সৈয়দ জমরউল্লাহ্

৬০. হযরত সৈয়দ ইউসুফ

৬১. হযরত সৈয়দ ইয়াকুব

৬২. হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সুলতান শাহ

৬৩. হযরত সৈয়দ মোস্তফা

৬৪. হযরত সৈয়দ মওদুদ

৬৫. হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ রওশন

৬৬. হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ নুর

৬৭. হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ গজনভী

৬৮. হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ জাহান

৬৯. হযরত সৈয়দ কবীর

৭০. হযরত পীর সৈয়দ কাসিম

৭১. হযরত সৈয়দ কাসিম দক্ষিণী

৭২. হযরত সৈয়দ কুতুব উদ্দীন

৭৩. হযরত সৈয়দ ফরীদ

৭৪. হযরত সৈয়দ বদর উদ্দীন

৭৫. হযরত সৈয়দ আবুবকর মানী

৭৬. হযরত সৈয়দ আব্বাস

৭৭. হযরত সৈয়দ কমরুদ্দীন

৭৮. হযরত সৈয়দ আলিম

৭৯. হযরত সৈয়দ ইসা

৮০. হযরত শেখ আবদুল করিম

৮১. হযরত সৈয়দ আবদুল জলীল

৮২. হযরত সৈয়দ যীয়া উদ্দীন

৮৩. হযরত সৈয়দ সয়ফুদ্দীন

৮৪. হযরত সৈয়দ রুকনুদ্দীন

৮৫. হযরত সৈয়দ আহমদ

৮৬. হযরত সৈয়দ আমীর

৮৭. হযরত সৈয়দ দওলত

৮৮. হযরত সৈয়দ খলীল

৮৯. হযরত সৈয়দ খলীলুল্লাহ

৯০. হযরত সৈয়দ হাম্‌যা

৯১. হযরত সৈয়দ জওহর

৯২. হযরত সৈয়দ জলীল সাহেব

৯৩. হযরত সৈয়দ জালাল উদ্দীন

৯৪. হযরত সৈয়দ বদর

৯৫. হযরত সৈয়দ বা'আর

৯৬. হযরত সৈয়দ বাজিদ
৯৭. হযরত সৈয়দ বুযর্গ
৯৮. হযরত সৈয়দ অজিবান
৯৯. হযরত সৈয়দ আহমদ মানী
১০০. হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর
১০১. হযরত হাশিম চিশ্‌তী
১০২. হযরত হুসান উদ্দীন
১০৩. হযরত উল্লাহ খতীব
১০৪. হযরত খাজা অজী উদ্দীন
১০৫. হযরত নূরুল হুদা
১০৬. হযরত নূর উল্লাহ
১০৭. হযরত নিজাম উদ্দীন কিরমানী
১০৮. হযরত নিজাম উদ্দীন বোগদাদী
১০৯. হযরত খাজা নসির উদ্দীন
১১০. হযরত নূর মালিক
১১১. হযরত মখদুম নিজাম উদ্দীন উসমানী
১১২. হযরত শেখ নিয়ামত উল্লাহ
১১৩. হযরত শেখ নুসরত
১১৪. হযরত মুহাম্মদ আশেক
১১৫. হযরত হাজী মুহাম্মদ জাকারিয়া
১১৬. হযরত মুহাম্মদ ইয়াসিন
১১৭. হযরত হাজী মুহাম্মদ দরিয়া
১১৮. হযরত মুহাম্মদ আমীন
১১৯. হযরত শেখ মুহাম্মদ দানা
১২০. হযরত মুহাম্মদ জোনেদী
১২১. হযরত মারুফ ছেলাদার
১২২. হযরত মুহাম্মদ ছেলাদার
১২৩. হযরত খলিফা মুজাফফার বিহারী
১২৪. হযরত মালেক মুহাম্মদ
১২৫. হযরত মুহাম্মদ সালেহ্

১২৬. হযরত আতাউল্লাহ
১২৭. হযরত আব্দুল হেকিম
১২৮. হযরত আরেজ আসকরী
১২৯. হযরত খাজা আলী
১৩০. হযরত শেখ উমর
১৩১. হযরত উসমান উদ্দীন
১৩২. হযরত শেখ উমর দরয়ামী
১৩৩. হযরত হাজী উমর চিশতী
১৩৪. হযরত হাজী উসমান দাওরী
১৩৫. হযরত খাজা উমর জাহান
১৩৬. হযরত আলী এ্যামনী
১৩৭. হযরত শেখ আব্দুল আলী
১৩৮. হযরত কাজী উমর
১৩৯. হযরত খাজা আদ
১৪০. হযরত খাজা ইসা চিশতী
১৪১. হযরত খাজা উমর চিশতী
১৪২. হযরত খাজা আলী
১৪৩. হযরত শেখ গরীব
১৪৪. হযরত গনী গরীব খাকী
১৪৫. হযরত গাজী মানিক সাহেব
১৪৬. হযরত শেখ ফরীদ আনসারী
১৪৭. হযরত শয়খ ফয়াজ উদ্দীন
১৪৮. হযরত করিদ রওশন চেরাগ
১৪৯. হযরত হাকীজ কসিহ
১৫০. হযরত ফিরোজ আতায়ী
১৫১. হযরত কাজী ফজুলা
১৫২. হযরত কাজী কমরুদ্দীন
১৫৩. হযরত কাজী ফিরোজ
১৫৪. হযরত শেখ কুতুব উদ্দীন
১৫৫. হযরত মওলানা কেয়াম উদ্দীন

১৫৬. হযরত হাজী কাসিম
১৫৭. হযরত কুতুব আলম
১৫৮. হযরত শেখ কালু
১৫৯. হযরত করমদাদ রুমী
১৬০. হযরত কামাল এ্যামনী
১৬১. হযরত কালা মিয়া
১৬২. হযরত খাণ্ডা ঝক্‌মক্‌
১৬৩. হযরত হাজী লতীফ
১৬৪. হযরত শেখ মূসা
১৬৫. হযরত শেখ মুহাম্মদ কেরাবী
১৬৬. হযরত মুহাম্মদ আনসারী
১৬৭. হযরত শেখ মহীউদ্দীন
১৬৮. হযরত মসুদ মালিক
১৬৯. হযরত খাজা মালিক
১৭০. হযরত হাজী মাহ্‌মুদ
১৭১. হযরত মহীব আলী
১৭২. হযরত মুহাম্মদ লতীফ
১৭৩. হযরত মুহাম্মদ শাহাবালি
১৭৪. হযরত মুহম্মদ তকী
১৭৫. হযরত মুহম্মদ শুজা
১৭৬. হযরত শেখ আব্দুর রহীম
১৭৭. হযরত আরিফ মুলতানী
১৭৮. হযরত খাজা আজীজ চিশ্‌তী
১৭৯. হযরত আব্দুশ শুকুর
১৮০. হযরত শেখ আব্দুল করিম
১৮১. হযরত শেখ আব্দুল্লাহ
১৮২. হযরত শেখ আলাউদ্দীন
১৮৩. হযরত শেখ ইসা
১৮৪. হযরত আব্দুল মালিক
১৮৫. হযরত শেখ উসমান

১৮৬. হযরত শেখ আব্দুল আজীজ
১৮৭. হযরত আলী এ্যামনী (ছানী)
১৮৮. হযরত খাজা তৈয়ব
১৮৯. হযরত শেখ তাহের
১৯০. হযরত শেখ জীয়াউল্লাহ
১৯১. হযরত শেখ মদর
১৯২. হযরত খাজা সুফিয়ান
১৯৩. হযরত সালেহ মালিক
১৯৪. হযরত শেখ শমস্
১৯৫. হযরত শাহবাজ আনসারী
১৯৬. হযরত শরীফ আনসারী
১৯৭. হযরত শেহাব উদ্দীন
১৯৮. হযরত হাজী শরীফ
১৯৯. হযরত ইমাম শুকুর উল্লাহ
২০০. হযরত কাযী শাহ্ দেওয়ান
২০১. হযরত শেখ শরফ উদ্দীন
২০২. হযরত শেখ ছাবু
২০৩. হযরত শেখ মোনা
২০৪. হযরত সিকন্দর তবলবাজ
২০৫. হযরত খাজা সলিম
২০৬. হযরত খাজা সিরাজ
২০৭. হযরত শেখ সিকন্দর
২০৮. হযরত শেখ মিয়াজুদ্দীন
২০৯. হযরত শেখ সলিম
২১০. হযরত জয়েন উদ্দীন
২১১. হযরত জয়েন উদ্দীন আব্বাসী
২১২. হযরত রুকনুদ্দীন আনসারী
২১৩. হযরত মখদুম রহীম উদ্দীন
২১৪. হযরত জাকারিয়া আরাবী
২১৫. হযরত জাকারিয়া হাফেজ

২১৬. হযরত দওলতামিরী
২১৭. হযরত দওলত গনী
২১৮. হযরত খাজা দাউদ
২১৯. হযরত দুদ মালিক
২২০. হযরত দাওর বখ্‌শ খতীব
২২১. হযরত দিলাওর খতীব
২২২. হযরত হাজী খিজির
২২৩. হযরত খলীল দেওয়ানা
২২৪. হযরত হোসেন সূফী
২২৫. হযরত হেসাম উদ্দীন বিহারী
২২৬. হযরত হবির গাজী
২২৭. হযরত লুজ্জত মালিক
২২৮. হযরত মখদুম হবিব
২২৯. হযরত শেখ হোসায়েন
২৩০. হযরত নার আলি
২৩১. হযরত জোয়ানেদ গুজরাটী
২৩২. হযরত হাজী জমশের
২৩৩. হযরত কাজী জেহান
২৩৪. হযরত মখদুম জাফর গজনভী
২৩৫. হযরত শেখ জামাল
২৩৬. হযরত তাজ মালিক
২৩৭. হযরত খাজা পিয়ার
২৩৮. হযরত বাহার আশ্‌করী
২৩৯. হযরত বুরহান উদ্দীন বুরহানা
২৪০. হযরত খাজা বুরহান উদ্দীন কেতাম
২৪১. হযরত বাহাউদ্দীন
২৪২. হযরত বদর মানিক
২৪৩. হযরত শেখ বাহাউদ্দীন
২৪৪. হযরত শেখ বাজ
২৪৫. হযরত আহমদ নিশান বরদার

২৪৬. হযরত শেখ ইলিয়াস
২৪৭. হযরত আদম খাকী
২৪৮, হযরত আবুল আযিজ
২৪৯. হযরত আবু সঈদ
২৫০. হযরত আবুল খয়ের
২৫১. হযরত আবুল হাসন
২৫২. হযরত আহমদ আব্বাসী
২৫৩. হযরত ইসমাইল উমরী
২৫৪. হযরত ইমামউদ্দীন
২৫৫. হযরত খাজা এখতিয়ার
২৫৬. হযরত খাজা আমীরউদ্দীন
২৫৭. হযরত খাজা ইকবাল
২৫৮. হযরত মুহাম্মদ আয়ূব ইমান
২৫৯. হযরত কাযী আমীন উদ্দীন
২৬০. হযরত শেখ আহমদ
২৬১. হযরত শেখ আমানুল্লাহ
২৬২. হযরত আবুল ফজল
২৬৩. হযরত হাজী আহমদ
২৬৪. হযরত হাজী আহমদ (ছানী
২৬৫. হযরত সৈয়দ জাহাঙ্গীর
২৬৬. হযরত সৈয়দ ইসা
২৬৭. হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল আলী
২৬৮. হযরত এহিয়া কারী
২৬৯. হযরত মুহাম্মদ বিহারী
২৭০. হযরত হাফিজ আব্দুল্লাহ
২৭১. হযরত সৈয়দ ইকবাল
২৭২. হযরত সৈয়দ আবুল আব্বাস
২৭৩. হযরত মুহাম্মদ আমীন
২৭৪. হযরত খাজা বাহাউদ্দীন
২৭৫. হযরত পীরগন

২৭৬. হযরত পর্বত জাহান
২৭৭. হযরত সৈয়দ জালাল উদ্দীন
২৭৮. হযরত সৈয়দ জমীল
২৭৯. হযরত শেখ হামিদ উদ্দীন নূরনাবী
২৮০. হযরত দৌলত গাযী
২৮১. হযরত সিকন্দর মুহাম্মদ
২৮২. হযরত শেখ মাদহা
২৮৩. হযরত ছানা গাজী
২৮৪. হযরত শেখ জীয়াউদ্দীন মুহাম্মদ
২৮৫. হযরত জীয়াউদ্দীন
২৮৬. হযরত সৈয়দ আব্দুল করিম
২৮৭. হযরত সৈয়দ আব্দুল মুআলী
২৮৮. হযরত সৈয়দ ইসা (ছানী)
২৮৯. হযরত সৈয়দ আলম
২৯০. হযরত সৈয়দ আজীজ সাহেব
২৯১. হযরত হাফিজ আব্দুল্লাহ
২৯২. হযরত আলী এ্যামনী
২৯৩. হযরত গমিম আহমদ
২৯৪. হযরত করিম দাওরী
২৯৫. হযরত সৈয়দ মনইম
২৯৬. হযরত মুহাম্মদ মহিয়ল
২৯৭. হযরত মুহাম্মদ তকী
২৯৮. হযরত চাশনী পীর
২৯৯. হযরত শেখ জকাই পীর
৩০০. হযরত শাহনুর
৩০১. হযরত তৈয়ব সালানী
৩০২. হযরত লাল সাহেব
৩০৩. হযরত সৈয়দ জাহান
৩০৪. হযরত শাহ সনজর।
৩০৫. হযরত গোলাম হযরত।
৩০৬. হযরত আমীন।

তথ্য সংকেত

১. গোলজার ই আবরার

২. সোহেল-ই-এমন মুনসি নাসিরউদ্দীন মরহুম

৩. Journal of Asiatic Society of Bengal, 1896, Article by A. N. Basu

৪. বঙ্গে সূফী প্রভাব : ডক্টর এনামুল হক

৫. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত : অচ্যুত চরণ চৌধুরী

৬. আল্ ইসলাহ্ (শাহজালাল সংখ্যা : মুহম্মদ নূরুল হক

৭. শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি : মুফতি আজহার উদ্দীন সিদ্দিকী মখদুম

৮. বঙ্গে ইসলাম বিস্তার : ডক্টর এনামুল হক

৯. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস : সৈয়দ মূর্তজা আলী।

১০. শ্রীহট্টনূর মুনশী আব্দুর রহীম মরহুম

IFP-81-82—P 2863—3250— 1-5-1982

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ